চিঠিপত্র

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও আহমদ শরীফের অপ্রকাশিত পত্র

প্রণবকুমার সাহা*
সঞ্জয় হাঁসদা**

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যবিষয়ক আলোচনার কিছু অসামান্য দলিলের উপস্থাপনা এই 'অপ্রকাশিত পত্র'। এই পত্রসমূহের প্রথম সাতটি শান্তিনিকেতনের তরুণ পুথি গবেষক অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডলকে লিখেছেন অশীতিবর্ষীয় সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্ব আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ; অবশিষ্ট তিনটি লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আহমদ শরীফ। পত্রগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে সাহিত্যবিশারদ ও আহমদ শরীফের গবেষক-সত্তার পরিচয়। এগুলোর সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সাহিত্যবিশারদের পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে 'পদ্মাবতী' গ্রন্থ প্রকাশ, 'হোরান জরিপ' প্রবন্ধ লেখার প্রেক্ষাপট, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অন্তিমপর্বের পারিবারিক সমস্যা ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে তাঁর সংগৃহীত পুথি দান-করা প্রসঙ্গে (ইতিহাস) কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। আলোচ্য পত্রগুলি থেকে সাহিত্যবিশারদের পত্রলিখন শৈলীও অনুধাবন করা যায়।

উক্ত পত্রগুলি ছাড়াও আলোচ্য প্রবন্ধে সাহিত্যবিশারদের ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদ শরীফের তিনটি পত্রের পাঠ সংকলন করা হলো। যার মধ্যে লক্ষ করা যায় তরুণ অধ্যাপকের গবেষণার কৌতূহল। আর তাঁর এই কৌতূহল প্রবণতা তাঁকে পরবর্তীকালে গবেষক হিসাবে খ্যাতির শীর্ষে উন্নীত করেছে। পত্রগুলির মধ্যে এক নিরলঙ্কার গবেষক সত্তার সততা ও একনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। আহমদ শরীফ তাঁর পিতৃব্যের অর্জিত সম্পদকে আত্মস্থ করেছেন এবং যে অমূল্য রত্ন সাহিত্যবিশারদ আবিষ্কার করেছিলেন তাকে আরও নতুনভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

*বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, পূর্ণিদেবী চৌধুরী গার্লস কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ।
** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i1.12

পঞ্চানন মণ্ডল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্যচর্চার সূত্রে বহু বিখ্যাত পণ্ডিত, মনীষী, সাহিত্যিক, গবেষক, সম্পাদকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বর্ধমান সাহিত্য-সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। অন্যদিকে তাঁর পরিচর্যায় 'বিশ্বভারতী পুথিশালা' সাহিত্যমহলে এক আলোড়ন তৈরি করেছিল। সেই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তিল তিল করে গড়ে তোলা 'পল্লীশ্রী' তিলোত্তমাও পুথি-পত্র-গ্রন্থে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত বহু পণ্ডিত, মনীষী, সাহিত্যিক, গবেষকদের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁরা নানা সময় বিভিন্ন বিষয়ে পঞ্চানন মণ্ডলের সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন। তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের খ্যাতনামা বহু পণ্ডিত ও গবেষক নানান বিষয়ে বারংবার পত্রালাপ করেছিলেন পঞ্চানন মণ্ডলের সঙ্গে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিম ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহমদ শরীফ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাম সাকলায়েন, বাংলা একাডেমীর (ঢাকা) মাহবুব তালুকদার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মো. আ. জামান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের (লাহোর) ফজলে মোহাম্মদ আশীরী প্রমুখ।

আমাদের আলোচ্য বিষয় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও আহমদ শরীফের সর্বমোট দশটি অপ্রকাশিত পত্র। পত্রগুলির প্রাপ্তিস্থান অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডলের 'পল্লীশ্রী' গ্রন্থাগার (শান্তিনিকেতন)। প্রত্যেকটি পত্রে 'অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল এম.এ/ পল্লীশ্রী/ পো. ছোটবৈনান/ জেলা-বর্ধমান' কখনো বা 'বাবু পঞ্চানন মণ্ডল এম.এ/ উপাধ্যায়, বিদ্যা-ভবন/ বিশ্ব-ভারতী/ পো. শান্তিনিকেতন/ বীরভূম' ঠিকানার কথা উল্লিখিত আছে। বিভিন্ন সময় তাঁদের মধ্যে একাধিকবার পত্রালাপ হয়েছিল; এর প্রমাণ নিম্নলিখিত পত্রগুলি। বাংলাদেশের এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে ১৯৭২ সালে 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কমেমোরেশন ভল্যুম' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন করেন ড. মুহাম্মদ এনামুল হক। এই গ্রন্থে পঞ্চানন মণ্ডলের প্রবন্ধের শিরোনাম হচ্ছে 'অবিভক্ত বাঙ্গালার সমাজ-দর্শনের প্রেক্ষাপটে আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ'। প্রবন্ধের উপসংহারে পঞ্চানন মণ্ডল লিখেছেন "আমার নিকট তাঁর যে প্রীতিস্নিগ্ধ অমূল্য পত্রগুচ্ছ সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে সেগুলি পাঠ করলে তাঁর সাত্বত হৃদয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয় আবদুল করিম সাহেবকে বলতেন, "সাত্বিক প্রকৃতির মানুষ'... ।"[১] উক্ত প্রবন্ধে নিম্নে সাতটি পত্র ছাড়াও ৩০/৮/১৯৫১ তারিখে লেখা সাহিত্যবিশারদের আরও একটি পত্রের উল্লেখ আছে কিন্তু পত্রগুলির পাঠ দেওয়া নেই। দুর্ভাগ্যের বিষয় উক্ত চিঠিটির (৩০/৮/১৯৫১) সন্ধান পাওয়া গেল না। যা সারস্বত শিক্ষিত সমাজকে রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত করল।

রবীন্দ্র-স্নেহধন্য বাংলা পুথি বিশারদ পঞ্চানন মণ্ডলের জন্ম ২২ অক্টোবর ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলার ছোটবৈনান গ্রামে। স্ব-গ্রামে শিক্ষারম্ভের পর বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি. আই.এ. পড়তে যান বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে মহাত্মা গান্ধী ও মদনমোহন মালব্যজীর সান্নিধ্যে শিখেছিলেন কর্মযোগের কৌশল।

এরপর বি.এ. পড়তে আসেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমবিদ্যালয়ে (১৯৩৬)। আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের উপর প্রবন্ধ রচনা করে তিনি তাঁর 'সাধুবাদ' লাভ করেন। তাঁর গবেষণা-ধর্মী লেখনী শক্তির পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভবিষ্যতে গবেষক হবার প্রেরণা দেন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য নিয়ে এম.এ. পাশ করে তিনি যুক্ত হন 'বর্ধমান সাহিত্য-সভা'র সঙ্গে। সুকুমার সেনের সাহচর্যে তখন থেকেই পঞ্চানন মণ্ডল নিজেকে রাঢ় গবেষণার কাজে উৎসর্গ করেন। তিনি রাঢ়-গবেষণা-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাও। ১৯৪৬ সালে বিশ্বভারতীতে পুথি বিষয়ে একটি বিশেষ প্রকল্প চালু হলে তিনিই ঐ কাজে প্রথম নিযুক্ত হন। সেই সূত্রে ক্ষিতিমোহন সেন, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল বসু, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, প্রবোধচন্দ্র সেন, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে তাঁর সান্নিধ্য লাভ ঘটে।

গ্রামগঞ্জে ঘুরে ঘুরে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুথি, চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ পুনরুদ্ধার এবং তার পাঠ থেকে ভূগোল-ইতিহাসের (Historical Geograpny) সন্ধান দিয়ে তিনি যে ২৩ খানি গবেষণাগ্রন্থ ও প্রায় পাঁচশত প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তা পণ্ডিতমহলে বিশেষ সমাদৃত হয়ে আছে। যথা – পুথি-পরিচয় (৫ম খণ্ড), চিঠিপত্রে সমাজচিত্র (৩ খণ্ড), সাহিত্যপ্রকাশিকা (৫ খণ্ড) ইত্যাদি। বিশ্বভারতীতে আজ যে বিশাল পুথিশালা রয়েছে তার পেছনে যে মনস্বী পুরুষের নিরলস কর্মসাধনা রয়েছে তার অগ্রণী-ভূমিকায় ছিলেন পঞ্চানন মণ্ডল।

পঞ্চানন মণ্ডলের আর একটি স্মরণীয় কীর্তি চার খণ্ডে প্রকাশিত 'ভারতশিল্পী নন্দলাল'। নন্দলাল বসুর প্রথম দুই খণ্ডে জীবনী প্রকাশের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'সুধাবসু' পুরস্কারে ভুষিত করেন। এছাড়া ভারত সরকার প্রকাশিত 'হিন্দী-বাংলা-ইংরেজি' এই ত্রিভাষা অভিধানেরও (তিন খণ্ড) তিনি ছিলেন অন্যতম সম্পাদক।

এই স্বদেশপ্রেমিক একনিষ্ঠ গবেষক পঞ্চানন মণ্ডলের মৃত্যু ২৩ মার্চ ১৯৯৮।

আহমদ শরীফ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন নির্ভীক যুক্তিবাদী সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ ছিলেন। তাঁর লেখনীর রয়েছে নিজস্ব ঢঙ। বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর লেখায়। মধ্যযুগের সমাজ-মানস তথা ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদি বিশ্লেষণে আহমদ শরীফ

অনন্যসাধারণ এক বিস্ময়কর মননশীল প্রতিভা। তাঁর প্রায় ৪৫টি মৌলিক গ্রন্থ এবং ৪০টি সম্পাদিত গ্রন্থ সমকালে সুধী সমাজে পঠিত ও প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে – *বিচিত চিন্তা*, *সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা*, *স্বদেশ অন্বেষা*, *যুগ-যন্ত্রণা*, *কালিক ভাবনা*, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, *মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য*, *একালে নজরুল*, *মানবতা ও গণমুক্তি*, *সংস্কৃতি*, *স্বদেশ চিন্তা*, *বিশ শতকে বাঙালী*, *লায়লী-মজনু*, *পুথি পরিচিতি*, *তোহ্ফা*, *মুসলিম কবির পদসাহিত্য*, *চন্দ্রাবতী*, *বাউলতত্ত্ব*, *বাঙলার সূফিসাহিত্য* ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বহু পুরস্কারে ভূষিত হন। এর মধ্যে বাংলা একডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডি.লিট. প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পত্রালাপে সাহিত্যবিশারদ ও পঞ্চানন মণ্ডল

একজন কর্মসূত্রে বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা; অপর জনের জন্মভূমি চট্টগ্রামের সুচক্রদণ্ডী গ্রাম। পঞ্চানন মণ্ডল সাহিত্যবিশারদ থেকে প্রায় ৪৫ বছরের ছোট (১৯১৬-১৮৭১=৪৫)। আবদুল করিম একজন নিষ্ঠাবান পুথি বিশারদ; অপরজন তরুণ পুথি গবেষক। উভয়ের মধ্যে যখন সম্পর্কের দানা বাঁধে তখন সময়টা ছিল ১৯৫১ খ্রিঃ। তখন 'গুণ-মুগ্ধ ও স্নেহ-ধন্য' (পত্র নং ৪) পঞ্চানন মণ্ডলের বয়স মাত্র ৩৫ বছর; অপরদিকে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের বয়স ৮০ বছরের বেশি। কিন্তু সাহিত্যবিশারদের কাছে তিনি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনার জন্য নামী ছিলেন। এই সূত্রে সাহিত্যবিশারদের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ঘটে যার মধ্যে সৌহার্দ্য ও উষ্ণতা ছিল। উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল সুমধুর। তার প্রমাণ আলোচ্য পত্রগুলি।

সাহিত্যবিশারদ তাঁকে 'পরম প্রিয় মণ্ডল মহাশয়' (পত্র নং ৬), 'পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু' (পত্র নং ২), 'পরম মানাস্পদেষু' (পত্র নং ৩), 'পরম স্নেহাস্পদেষু' (পত্র নং ৫), কখনও বা 'পরম প্রিয় দাদু (পত্র নং ৭) বলে সম্বোধন করেছেন। কখনও সাহিত্যবিশারদ নিজেকে 'দয়ার পাত্র' (পত্র নং ৬) বলেছেন। আবদুল করিম নিজেই স্বীকার করেছেন, "প্রাচীন সাহিত্যের সুধা পান করিয়া জীবন প্রায় শেষ করিলাম। তবু তৃপ্তি নাই।" (পত্র নং ১) অন্যত্র আরও এক জায়গায় বলেছেন, "বড়র নিকট ছোটর বিনয়ী হওয়াই উচিত। আমি সর্ব্বথা আপনাদের কাছে ছোট – তৃণাদপি সুনীচ। আমি যদি বিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাতে অবাক হওয়ার কি আছে?" (পত্র নং ৪) উভয়ের মধ্যে এসব আলোচনা শুনলে বহু বৎসরের সম্পর্কের কথা ভাবা যায়। অথচ উভয়ের মধ্যে কখনোই প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হয়নি। এ প্রসঙ্গে আবদুল

করিমের বক্তব্য, "আপনাকে দেখি নাই, কখনও দেখিব না। বয়সে আপনি আমার নাতির সমান হইতে পারেন। তাই আপনি আমার স্নেহের আস্পদ। সত্য বলিতে কি আপনাকে আমার "বড় আপনজন ভাবিতে ইচ্ছা হয়।" (পত্র নং ৫) সাহিত্যবিশারদ আরও জানান "আপনাকে দেখিবার তো কোন উপায়ই নাই। আপনার জন্য আমারও বড় প্রাণ পোড়ে।" (পত্র নং ৫) আবদুল করিমের ভাষায় পঞ্চানন মণ্ডল 'পান্তা' ভাতে বেগুন পোড়া গরম ভাতে ঘি' (পত্র নং ৫)। উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের মাধুর্য ও উষ্ণতা কতটা ছিল তা অনুধাবন করা যায় উক্ত স্নেহাশ্রিত শব্দগুলি থেকে।

বয়সের নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে, পঞ্চানন মণ্ডল (১৯১৬) আহমদ শরীফ (১৯২১) থেকে মাত্র পাঁচ বছরের বড়ো। উভয়েই বাংলার দুই প্রান্তভাগের (শান্তিনিকেতন, ঢাকা) তরুণ অধ্যাপক; বিশেষত পুথি গবেষক। উভয়েই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যচর্চায় তরুণ গবেষক। সেহেতু পঞ্চানন মণ্ডলের সঙ্গে আহমদ শরীফের সম্পর্ক গড়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। অথচ সাহিত্যবিশারদের মতো আহমদ শরীফের সঙ্গে পঞ্চানন মণ্ডলের কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ বা দর্শন ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফের বক্তব্য –

> আপনার নাম ও খ্যাতি শুনে আসছি, বহুকাল থেকে। কিন্তু আমি অজ্ঞাতনাম। আপনার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই। তাই সসংকোচে আত্মপরিচয় দিচ্ছি। আপনি মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে জানতেন, আপনার সঙ্গে তার পত্রালাপও ছিল। আমি তাঁর ভাইপো ও উত্তরাধিকারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বছর গবেষণা সহায়ক থেকে সম্প্রতি আমি অধ্যাপক পদ পেয়েছি। (আহমদ শরীফ পত্র নং ১)

অনুরূপভাবে আর এক পত্রে আহমদ শরীফ কৌতূহলের সঙ্গে জানান –

> এবার আমার এক অশোভন কৌতূহল মিটাবার জন্যে আপনাকে অনুরোধ জানাব, – আপনার রচনায় আপনার পাকাপাণ্ডিত্যের ছাপ রয়েছে। সেজন্যে আপনার 'বয়েস' জানাবার [জানবার] ভারী কৌতূহল জেগেছে আমার। (আমদ শরীফ পত্র নং ২)

আহমদ শরীফের কাছে পঞ্চানন মণ্ডল পুথিবিষয়ক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনার জন্য নামী ছিলেন। এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে গ্রন্থ ও তথ্যের আদান প্রদান শুরু হয়; যা পরবর্তী সময়ে পারস্পরিক সম্পর্কে মধুরতা ও মিষ্টতা তৈরি করেছিল বলে অনুমান করা যায়। কিন্তু পঞ্চানন মণ্ডলের সংগ্রহশালায় আহমদ শরীফের উক্ত তিনটি পত্র ছাড়া আর কোন পত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। হয়তো বা কালের প্রবাহে, জলবায়ুর আর্দ্রতা এবং কীটপতঙ্গের উপদ্রবে কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। আহমদ শরীফ 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' দ্বিতীয় খণ্ডের উৎসর্গ পত্রে উল্লেখ করেছেন, "জীবনের অন্তিম লগ্ন আসন্ন আশঙ্কায় এ বইয়ের বুকে অঙ্কিত রাখলাম এক সারি প্রিয়জনের নাম।" এক সারিতে ছয় প্রিয়জন নামের মধ্যে প্রথমে যার নাম উঠে এসেছে তিনি হলেন পঞ্চানন মণ্ডলের

সহকর্মী অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়। 'যিনি বাঙলার, বাঙালীর ও বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাসের অনেক জটিল গ্রন্থি মোচন করেছেন'। যাই-হোক, আহমদ শরীফ পরবর্তী সময়ে মধ্যযুগের গবেষণাধর্মী একাধিক গ্রন্থে অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডলের তথ্য ও তত্ত্ব কীরূপে স্বীকার করেছেন তার কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করছি :

প্রথমত[২], আহমদ শরীফের মতে, দেহতত্ত্বের চৌরাশীসিদ্ধা সম্প্রদায়রা অনেকেই বাঙালি। এই চৌরাশীসিদ্ধা সংখ্যাবচক নয়, সিদ্ধিজ্ঞাপক। এই মতকে প্রতিষ্ঠার জন্য পঞ্চানন মণ্ডলের 'গোর্ক্ষ-বিজয়' গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত[৩], মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যচর্চায় গদ্যের নমুনা দিতে গিয়ে আহমদ শরীফ পঞ্চানন মণ্ডলের 'পুথি-পরিচয়' প্রথম খণ্ড থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

তৃতীয়ত[৪], শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের কবি ভণিতায় 'বাসলী বন্দী', 'বাসলীগণ', 'বাসলী গতি', 'বাসলী আয়ী', 'বাসলী বরে' প্রভৃতির মাধ্যমে বাসলী ভক্তের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এ বাসলী, বাশুলী, বাশলী কে? আহমদ শরীফের মতে, "সম্প্রতি সবাই বাশলী বা বাশুলী চণ্ডীর অপর নাম বলেই মেনে নিয়েছেন।" এই মতকে স্বীকার করতে অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডলকে আর একবার স্মরণ করেছেন তিনি। পঞ্চানন মণ্ডলের মতে, বিশালাক্ষীই যে বাসলী তা তো স্বীকৃত। অন্যত্র বলেছেন, ধর্মপূজারীদের মতে বাসলী কখনো চামুণ্ডা, কখনো মনসা সহচরী, কখনো বা যোগিনী।

চতুর্থত[৫], মধ্যযুগের দুই কবি কবিচন্দ্র মিশ্র ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে গিয়ে আহমদ শরীফ 'পুথি-পরিচয়' তৃতীয় খণ্ডের 'গৌরীমঙ্গলে'র পুরোপাঠ অনুসরণ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

পঞ্চমত[৬], 'নাথ সাহিত্যের রচয়িতা পরিচিতি'র প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ একজন নিরপেক্ষ গবেষকের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'গোর্ক্ষ বিজয়' পাঁচালী ফয়জুল্লাহরই রচনা। কবীন্দ্র, কবীন্দ্রদাস, ভীমসেন রায়, ভীমদাস, শ্যামদাস সেন প্রভৃতি গায়ক মাত্র। এ সম্পর্কে নানান তথ্যাদি প্রমাণ উপস্থাপন করে আহমদ শরীফ বলেছেন, "পরবর্তীকালে তথ্যবাহুল্য সত্ত্বেও ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল অকারণে অবাঞ্ছিত জটিল সমস্যার সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।"

ষষ্ঠত[৭], আহমদ শরীফ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু খণ্ড কবিতা ও কবির সন্ধান দিয়েছেন। তেমন এক বিরল রচনা তামাকুপুরাণ। এতে বেশকিছু গানের সংকলন করেছেন আহমদ শরীফ। সেখানেও বিশ্বভারতীর 'পুথি-পরিচয়' প্রথম খণ্ডের সংকলন থেকে দ্বিজ রামানন্দের 'গাঁজা ও তামাকুর' গানটি ব্যবহার করেছেন।

এই কারণেই আহমদ শরীফ পঞ্চানন মণ্ডলের পাণ্ডিত্যকে 'সেলাম' জানিয়ে 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' (পত্র নং ১,২,৩), 'শ্রদ্ধাবনত' (পত্র নং ১,২) 'গুণমুগ্ধ' (পত্র নং ৩) প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন।

সাহিত্যবিশারদের অপ্রকাশিত পত্রাবলি

১

সুচক্রদণ্ডী, পটীয়া
চট্টগ্রাম।
২১/৭/৫১

পরম মানাস্পদেষু,

আপনার ৬/৭/৫১ তারিখের পত্রখানি পাইয়াও এতদিন তার উত্তর দিবার সুযোগ পাই নাই। সে জন্য কিছু মনে করিবেন না। 'হোরান জরিপ'[৮] সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবেন শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আপনার 'পুথির পরিচয়'[৯] গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, আমাকে একখানি পাঠাইতে ভুলিবেন না। প্রাচীন সাহিত্যের সুধা পান করিয়া জীবন প্রায় শেষ করিলাম। তবু তৃপ্তি নাই। আপনাকে 'হোরান জরিপ' দেওয়ার জন্য শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন বাবুকে[১০] পত্র দিলাম।

এবার 'আলাউল' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ আজাদ সংখ্যা "ইনসাফ"[১১] পত্রিকায় দেখিতে পাইবেন। উহাতে আলাউলকে নিয়া কয়েকজন লেখক কিরূপ ছিনিমিনি খেলিয়াছেন, দেখিবেন। আমি একরূপ ভাল আছি। আমার স্ত্রী[১২] অর্দ্ধাঙ্গ বাতে শয্যাগতা। তাহাকে নিয়াই পেরেশান আছি। ইতি –

আপনার স্নেহাশ্রিত
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

২

সুচক্রদণ্ডী, পটীয়া
চট্টগ্রাম।
৬/৮/৫১

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার ২৭/৭/৫১ তারিখের পত্র পাইয়াছি। আপনার পুথি পরিচয় ৪/৮/৫১ তাং পাইয়া কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি, ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। আপনাকে ধন্যবাদ। আশীর্ব্বাদ করি, আপনি আমার মত দীর্ঘাঘু হউন।

আমার বৃদ্ধা স্ত্রী গত এক বৎসর হইতে অর্দ্ধাঙ্গ বাতে শয্যাগতা। আজ প্রায় ১৫ দিন হইল হঠাৎ তাহার অবস্থা খারাপ হইয়া যায়। বেগতিক দেখিয়া ঢাকা হইতে পোষ্যপুত্র[১৩] ও একমাত্র মেয়েকে[১৪] আনাইয়াছি। কবিরাজের ঔষধে আবার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। কখন যায়, স্থিরতা নাই। দিনের মধ্যে কত রকম অবস্থা হয়।

ক্ষণেকে অজ্ঞান, ক্ষণেকে সজ্ঞান হয়। খাদ্যাদি খাওয়াইয়া দিতে হয়। বিছানাতেই প্রস্রাব পায়খানা বেহোঁস অবস্থায় হইয়া যায়। সুতরাং কি হালে আছি। সহজেই বুঝিবেন।

কয়েকটি আবশ্যকীয় কথা ছিল। আজ বলিতে পারিলাম না। আশীর্ব্বাদ করিবেন। আমারও কটিদেশে বাতের ধরা। উঠিতে বসিতে কষ্ট। ইতি–

ভবদীয়
আবদুল করিম

৩
৭৮৬[১৫]

সুচক্রদণ্ড, পটীয়া
চট্টগ্রাম।
২/১১/৫১ ইং

পরম মানাস্পদেষু,

আপনার ৮/৯/৫১ তারিখের পত্রখানি ১৫/৯ তারিখে পাইয়াছিলাম। তার উত্তর দিতে বড় দেরী হইয়া গেল। মধ্যে শরীর বড় খারাপ হইয়াছিল। শর্দ্দিতে কিছুদিন অসুস্থ ছিলাম। বায়ুর প্রকোপে কয়েকদিন মাথা স্থির করিতে পারি নাই। স্ত্রীকে নিয়া নানা কষ্টে ত আছিই। তার উপর বড় কথা আমি বৃদ্ধ – জরাজীর্ণ। "নীরস হইল অঙ্গ – না প্রকাশে মতি।"[১৬] বিলম্ব করিয়া অন্যায় করিয়াছি। সেই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

আমার পুথিগুলি বিশ্বভারতীতে সরকারের অনুমতি ভিন্ন দিতে পারিব কিনা, জানিবার জন্য জনৈক মন্ত্রীর পরামর্শ চাহিয়াছি।[১৭] মন্ত্রী বাহার মিঞা আমার বেহাই। তাহার পরামর্শ পাইলেই আপনাকে জানাইব।

'পদ্মাবতী' প্রকাশের জন্য বহুদিন চেষ্টা করিতেছি।[১৮] আমি নিজে দরিদ্র বিধায় তার জন্য খরচ দিতে অক্ষম। কতজনের কাছে হাত পাতিয়াছি কিছুই হয় নাই। অনেকে আশা দিয়া শেষে নিরাশ করিয়াছে। মন্ত্রী বাহার মিঞা দিবেন দিবেন করিয়া আশা দিয়া আসিতেছেন কিন্তু আজও নিশ্চিত কিছু বলেন না। এদিকে আমার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি ফুরাইয়া যাইতেছে। জীবন-প্রদীপের তৈল দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। হঠাৎ কোন্ দিন তৈল ফুরাইয়া গেলে বাতি নিভিয়া যাইবে, কে বলিবে? নির্ব্বাণে প্রদীপ কিমু তৈলদানস্? যে অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে আমার হাতে পদ্মাবতীর প্রকাশ সম্ভব হইবে, ভরসা হয় না। যদি আপনি চেষ্টা করিয়া বিশ্বভারতী দ্বারা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, তবে আমার জীবনে প্রকাশ হইলেও হইতে পারে।

শহীদুল্লাহ্ সাহেব যে অংশ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কিছুই হয় নাই।[১৯] একথা বলিলে আপনি আমার অহঙ্কার মনে করিবেন, পদ্মাবতীর শুদ্ধ সংস্করণ আমার সাহায্য ছাড়া হওয়া অসম্ভব। তিনি কি স্বার্থে জানি না, আমার উপর টেক্কা মারিয়া এক ভাগ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে ফল এই হইয়াছে যে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর উহার প্রকাশের কথা বলিতে পরিতেছি না। বলিলে তারা বলিবেন, শহীদুল্লাহ্ সাহেব যখন একটা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আর একটা প্রকাশের দরকার কি?

যাক্ এখন আপনার উপর ভরসা। আপনি ইহার ব্যবস্থা করিতে পরিবেন কি? যদি পারেন, তবে ঐ গ্রন্থের সহিত আমার কি সম্পর্ক থাকিবে? সম্পাদক হিসাবে আমার নাম থাকিবে, এছাড়া আর কি সম্পর্ক থাকিবে? আমাকে কিছু পারিশ্রমিক দেওয়া যাইবে কি? এসব কথা ঠিক হইলে আমি পাণ্ডুলিপি পাঠাইব। বলিয়া রাখা আবশ্যক, আমি একত্রে সব পাণ্ডুলিপি পাঠাইতে পারিব না। কিছু কিছু পাঠাইব। প্রায় ২০ খানি পুথির সাহায্যে পাঠ তৈয়ার করিতে হইবে। আমি একক। সে বিষয়ে কাহারও সাহায্য পাইব না।

বাঁচিয়া থাকিলে আপনার "সমাজচিত্র"[২০] ও "পুথি পরিচয়" (২য় খণ্ড) অবশ্যই দেখিব। আপনাদের ওখান হইতে কোন মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির হয় নাকি?[২১] হইলে আমাকে এক কপি পাঠাইবেন। পড়িয়া আনন্দ পাইব।

বৃদ্ধকালে সুখ আর দুঃখ কি? কখন কি অবস্থা হয়, ঠিক নাই। তবে সম্প্রতি এক রকম আছি। আপনার ও পরিবারস্থ সকলের মঙ্গল সংবাদ জানাইলে সুখী হইব। ভাল কথা, আপনার বাড়ী কোথায়? ইতি-

ভবদীয় স্নেহাশ্রিত
আবদুল করিম

৪
৭৮৬

সুচক্রদণ্ড, পটীয়া
চট্টগ্রাম।
২০/১১/৫১ ইং

পরম মানাস্পদেষু,

আপনার ৭/১১/৫১ তারিখের কৃপালিপি পাইয়াছি। আপনি কেমন লোক, বুঝিলাম না। আপনি প্রত্যেক পত্রেই আমার স্তুতিবাদ করেন কেন? "আমার[২২] বিনয়-পত্রী পড়িয়া আমরা অনেকে অবাক, বিশেষ করিয়া অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়।" বড়র নিকট ছোটর বিনয়ী হওয়াই উচিত। আমি সর্ব্বথা আপনাদের কাছে ছোট – তৃণাদপি সুনীচ।[২৩] আমি যদি বিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাতে অবাক হওয়ার কি কথা আছে? আমিত আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ। আমার বিদ্যা বুদ্ধি সামান্য।

মুসলমানের সাহিত্য-জাগরণের অগ্রদূত বলিয়া লোকে আমার নাম করে মাত্র। আমাকে অতবড় মনে করিবেন না। তাতে আমার বড় লজ্জা হয়।

ভাল কথা – সুকুমার বাবুর লাগ পাইলেন কোথায়? তিনিত কলিকাতায় থাকেন। তিনি আলাউলকে নিয়া যেরূপ ছিনিমিনি খেলিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছি।[২৪] এখনও সে সমালোচনা শেষ হয় নাই। কর্ত্তব্যের খাতিরে আমি তাঁহার বদনাম করিতেছি কিন্তু তাঁহার প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা। খদ্যোৎ হইয়া চাঁদের নিন্দা! কি করিব, সত্যের অনুরোধ এড়ান যায় না।

আমার পুথিগুলি আপনাদিগকে দিতে পারিবার উপায় দেখিতেছি না। মন্ত্রী হইতে কোন উত্তর আজও পাই নাই বটে। তবে শুনিতেছি, অনুমতি পাইব না। যাক, সে কথা আজও বলিতে পারি না।

পদ্মাবতী প্রকাশের কথা। সম্প্রতি – এখান হইতে পদ্মাবতী প্রকাশের একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ঢাকার ইন্‌সাফ নামক এক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক উহা প্রকাশ করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন, জানিলাম। জানুয়ারি মাসে কার্য্যারম্ভের কথা। ততদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখি, কি হয়। আমার বড় আশঙ্কা হয় যে, আমি ততদিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিব কিনা। জীবন-প্রদীপের তৈল দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। হঠাৎ কোন্ দিন তৈল ফুরাইয়া প্রদীপ নিভাইয়া দেয়, কে বলিবে? আশীর্ব্বাদ করিবেন। আপনারা আশীর্ব্বাদ করিলে আমি ততদিন বাঁচিতেও পারি।

আজাদ সংখ্যা 'ইনসাফ' এমন কাগজে ছাপা যে, আপনাকে পাঠানো সম্ভব নয়। ক্ষমা করিবেন। 'দিলরুবা' নামক মাসিক পত্রে ঐ প্রবন্ধেরই সারাংশ প্রকাশিত হইতেছে।[২৫] সুবিধা পাইলে ঐ প্রবন্ধ আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা পত্রিকা দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম। একটা বিশেষ অনুরোধ। আমি 'হোরান জরিপ' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিতে চাই। উহার সম্বন্ধে আমার সম্যক জ্ঞান নাই। আপনি আমাকে একটা ছোট ভূমিকা লিখিয়া পাঠাইবেন। আর নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিবেন।

(১) 'হোরান জরিপ' নাকি 'কোরান শরীফের' প্রাকৃত নাম। ক্ষিতিমোহন বাবু বলেন।

(২) উহা কখনকার রচনা ও কাহার (হিন্দু না মুসলমানের) রচনা বলিয়া মনে করেন?

(৩) ভাষা প্রাচীন না আধুনিক?

আর কোন কথা আজ মনে পড়িতেছে না। আপনি নানা রূপে সহায়তা করিয়া আমাকে অচ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ করিতেছেন। আমি গরীব খাকচ্ছার। আপনার ঋণ

পরিশোধ করিব কি দিয়া? আমি আশীর্ব্বাদ করি; আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সাহিত্য সেবায় রত থাকুন।

আবীরাবীবর্ণ এধিঃ। ইতি–

গুণ-মুগ্ধ ও স্নেহ-ধন্য
আবদুল করিম
সাহিত্যবিশারদ।

৫

৭৮৬

সুচক্রদণ্ডী, পটীয়া, চট্টগ্রাম
২৪/৫/৫২ ইং

পরম স্নেহাস্পদেষু,

আপনাকে দেখি নাই, কখনও দেখিব না। বয়সে আপনি আমার নাতির সমান হইতে পারেন। তাই আপনি আমার স্নেহের আস্পদ। সত্য বলিতে কি, আপনাকে আমার "বড় আপন জন" ভাবিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু এ স্নেহের বন্ধন কতদিন থাকিবে? আমি মরিতে মরিতে বাঁচিয়া উঠি বটে কিন্তু সহসাই একদিন মরিয়া যাইব। আপনার ৩০/১০/৫১ তারিখের পত্র পাইয়া অবধি আমার উপর মৃত্যুর কত হামলা গিয়াছে। আমার ভীষণ জ্বর হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, এবার বুঝি এ ধরার লীলা খেলা শেষ হইয়া যাইবে। বিধাতার ইচ্ছায় মরি নাই। তারপর মূত্র-কৃচ্ছ্র রোগে অশেষ যন্ত্রণা ভুগি। তাহা হইতে নিস্তার পাইয়া কটি-দেশে বাত বেদনায় বহুদিন চলিবার শক্তি হারাই। তাহার ফলে এখন আমি প্রায় গুজো (কুব্জ) হইয়া গিয়াছি। দশ কদম হাঁটিলে কটি বেদনায় অস্থির হইয়া যাই। যাক্ এভাবে ঈশ্বর আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। খোদাকে বলি, যা দিয়েছ নাথ, তা পেয়ে আছি সুখে আছি হরষে।

ঐ পত্রে উল্লেখিত "রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল"[২৬] যদি আপনার নিকট থাকে, আমাকে এক কপি দিতে পারিলে শেষ জীবনে পড়িয়া আনন্দ পাইব। আলাউল সম্বন্ধে আমার সমালোচনা আজও চলিতেছে।[২৭] শেষ হইলে আপনাকে দেখাইবার চেষ্টা কবির।

পদ্মাবতীর প্রকাশ বুঝি আমার জীবনে ঘটিবে না। যিনি আশা দিয়াছিলেন, তিনি আজও (এই মে মাসেও) কাজ শুরু করেন নাই। সষিকান্ত আমার পাণ্ডুলিপি ফেরত না দেওয়ায় আপনাকেও পাঠাইতে পারিতেছিনা। 'হোরান জরিপ' সম্বন্ধে একটা বিস্তৃত ভূমিকা পাঠাইবেন কখন?

আপনার ২৪/১/৫২ তারিখের পত্র। আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। নাতির উপযুক্ত কাজ বটে। বিশ্ব-ভারতী পত্রিকা-৫ সংখ্যা পাইয়া পরম সুখী হইয়াছি। শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৪৭, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৫৭, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৭, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৮, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮। দয়া করিয়া ১৩৫৮ সনের বাকী দুই সংখ্যা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

আপনার ৭/২/৫২ তারিখের পত্র –

আমার পত্রাদি না পাইলে আমার জন্য উদ্বেগ বোধ করেন। এ অতি অন্তরঙ্গ লোকের কথা। কিন্তু আমি মরিলেই বা কার কি হইবে? স্ত্রীত অর্দ্ধাঙ্গ বাতে শয্যাতলে জড় পদার্থবৎ পড়িয়া আছে। সে আগে মরে, না আমি আগে মরি, কে বলিবে?

একদিন মরিব, ইহা ধ্রুব সত্য। আমার মৃত্যুতে সংসারের কতকটা ভার লাগব হইবে। আর কার কি ক্ষতি হইবে? আপনার "চিঠিপত্রে সমাজ-চিত্র" আজও বাহির হয় নাই কি?

আমার প্রবন্ধাবলী কি দেখিবেন? লোকের (সম্পাদকের) অনুরোধে পড়িয়া ছাইমাটী লিখিয়া তাদের মান রক্ষা করি মাত্র। "নীরস হইল অঙ্গ – না প্রকাশে মতি।"

৮/৫/৫২ তারিখের চিঠী –

আপনি আমার কি, জানি না। তবে আমার জন্য এতটা উদ্বেগ বোধ করেন কেন? কোথায় একবার পড়িয়াছিলাম,

"বন্ধু তুমি আমার কি?

পান্তা ভাতে বেগুণ পোড়া গরম ভাতে ঘি।"[২৮]

আপনাকে দেখিবার তো কোন উপায় নাই। আপনার জন্য আমারও বড় প্রাণ পোড়ে। তবে "এ হিয়া দগধি, পরাণ পোড়নি, কি দিলে হইবে ভাল?"[২৯] পত্র পাইলে অর্দ্ধ দর্শন পাই বটে।

বিশ্বভারতী-পত্রিকা ঐ ৫ সংখ্যা ভিন্ন আর পাই নাই। ঢাকা হইতে পাণ্ডুলিপি ফেরত না পাওয়ায় পদ্মাবতী আপনাকে পাঠাইতে পারিতেছি না। তাগিদ দিয়াছি। পাইলেই পাঠাইয়া দিব।

একটা কথা – আমিত এক সঙ্গে সমগ্র পদ্মাবতী পাঠাইতে পারিব না। কতক কতক পাঠাইলে তাহা ছাপাইবেন কি?

দীর্ঘ পত্র লিখিয়া আপনার বিরক্ত উৎপাদন করিলাম। আমিও ক্লান্তি বোধ করিতেছি। সম্প্রতি ভাল আমি। তবে চলিতে পারি না। আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। ইতি –

আপনার দাদু
আবদুল করিম।

৬

৭৮৬

সুচক্রদণ্ডী, পটীয়া, চট্টগ্রাম।
১৯/৬/৫২ ইং

পরম প্রিয় মণ্ডল মহাশয়,

আপনার ২৮/২/৫২ তারিখের চিঠীর উত্তর আগে ভ্রমক্রমে দেওয়া হয় নাই। আজ দিতেছি। দৈনিক 'ইনসাফ' আমার আলাওল ছাপার কাজ আজও আরম্ভ করে নাই। তাহা যে উহারা করিবেন এমন ভরসা করি না। মস্কিল এই যে, যে পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়াছিলাম, তাহা ফেরত পাইতে পারিতেছি না। ঢাকায় আমার পোষ্য ভাইপো [৩০] আছে, তবু পাইতেছি না। এই জন্য আপনাকে পাঠাইতে পারি না। আমার মনে হয়, আমার জীবনে ঐ কাজ হইবে না। আগামী ২৭/৬ তারিখে একটা Ra.... Talk দেওয়ার জন্য আমার ঢাকা যাওয়ার কথা। যদি যাই, তখন উহা উদ্ধারের চেষ্টা করিব।

"দিলরুবায়" আমার আলাওল প্রবন্ধ আজও শেষ হয় নাই। শেষ হইলে আপনাকে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

৫/৬/৫২ তারিখের চিঠীতে আমার স্বাস্থ্যলাভের জন্য আপনি আনন্দিত হইয়াছেন। ভালবাসার ফল বটে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমার জন্য এত ভাবনার কি আছে? আমি কি? রাধিকা বলিয়াছেন – "না পোড়াইও মোর অঙ্গ না ভাসাইও জলে, মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে"।[৩১] আমর দেহ তো মাটীতে মিশিয়া যাবে। সময় পাইলে "হোরান জরিপ" সম্বন্ধে কয়েকটা কথা লিখিয়া পাঠাইবেন। বিশ্বভারতী আর পাই নাই।

আপনার দিদিমা আর ভাল হইবেন না। কেবল আমাদের কষ্ট বাড়াইয়া মরিতেছেন। কি করিব, ভগবানের ইচ্ছা। আমি এখন পায় গুজো হইয়া গিয়াছি – সোজা ভাবে হাটিতে পারি না। শরীর ও ভাল থাকে না। যাক ক্ষণবিধ্বংসিনী কায়ে কা চিন্তা মরণে?

শুনিলাম সুকুমার বাবু "ইসলামী বাংলা সাহিত্য" নামে এক বই লিখিয়াছেন। আমি একবার দেখিতে চাই। কিন্তু কিরূপে পাইব। আমার মত ক্ষুদ্রলোক কি করিয়া তাঁহার সঙ্গে পাইয়া স্থাপন করি?

সুনীতি বাবুর অনেক বৎসর আগে "সাম বেদিনাং স্বস্তি স্তোত্রং" বা ঐ রূপ একটা কি নামের একটা লেখা পাঠোদ্ধারের জন্য পাঠাইয়াছিলাম তিনি উহা সুকুমার বাবুকে দিয়াছিলেন। সুকুমার বাবু আজ পর্যন্ত উহা পাঠান নাই। যদি তাঁহার সহিত দেখা হয়, তাঁহাকে ঐ কথাটি স্মরণ করাইয়া দিবে।

যদি কয়খানি "তাল পাতার" পুথি বিশ্বভারতীতে দিতে যাই, পাকিস্তান সরকার হইতে কোন বাধা উপস্থিত- হইবে কি? আর বেশী লিখিতে পারি না। মনের অবসাদ আসিয়া বাধা দেয়। আপনি ছেলে মানুষ। কত কি লিখিয়া আমার জন্য শুভেচ্ছা জানাইয়াছেন। আমার ত এত লিখিবার শক্তি নাই। তবু দোয়া করিবেন। আজ আসি তবে।

'ঈদ' আসিতেছে। এ সময়ে আমি
দান ধর্ম করি কিছু। কিন্তু এবার
বড় অর্থাভাব।

আপনার দয়ার পাত্র
আবদুল করিম।

৭

সুচক্রদণ্ডী, পটীয়া, চট্টগ্রাম।
১০.৯.১৯৫২

পরম প্রিয় দাদু,

আপনার ২৮/৭/৫২ তারিখের পত্র পাইয়া পদ্মাবতী প্রকাশের ইচ্ছা ও উৎসাহ আমার ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। আমি বুঝিতে পারিতেছি; আমার জীবনে উহার প্রকাশ হইবে না। এ পর্য্যন্ত কত চেষ্টা করিলাম, কিছুই হইল না – ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। নিজের শক্তিতে না হইলে পরের শক্তিতে কিছুই হয় না। আপনি আমাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন – আমি তো একেবারে আকাশে উঠিয়াছিলাম। পরে যে আকাশ হইতে পড়িব, এ কথা ভাবি নাই। আপনি আমার পাণ্ডুলিপি বোধ হয় দেখেনই নাই। আমি তো আপনার মত বিদ্বান নহি। আমার সামান্য গুরু ঠাকুরী বিদ্যায় ছাপা পুথির সহিত বহু হাতে লেখা পুথি ও হিন্দী পুথি মেলাইয়া পাঠ তৈয়ার করেছি। পাঠান্তর ও প্রয়োজন বোধে কোন কোন শব্দের বা পদের ব্যাখ্যা দিয়াছি। পদ্মাবতীর ভাষা শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা – তার উপর আমার মত দিগ্‌গজ পণ্ডিত কি ভাষাতত্ত্ব বিচার করিবে, আমিও বুঝি না। আমার নিকট বহু হাতের লেখা পদ্মাবতী আছে কিন্তু কোন একটাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। তাই সকল পুথি ঘাঁটিয়া যে পাঠ শুদ্ধ মনে করিয়াছি, সেই পাঠই দিয়াছি। নির্ঘণ্ট ভূমিকা যে দিতে হইবে জানি কিন্তু তাহা কি ঘোড়ার আগে গাড়ী যুড়িয়া দেওয়ার মত আগেই দিতে হইবে? সব চেয়ে বড় কথা, ছয় মাসেও আপনি যখন পদ্মাবতীর কাজে হাত দিতে পারিবেন না বলিয়াছেন, তখন আমার আশা কিসের? আমি মরণ পথের যাত্রী। এই ছয় মাস বাঁচিব, এমন

আশা নাস্তিকেরাই করিতে পারে। কাজেই কাল বিলম্ব না করিয়া এই কাজ চলুক এই আমার ইচ্ছা। তাহা যখন সম্ভব হইতেছেনা, তখন পদ্মাবতীর প্রকাশ কল্পনার বস্তুই থাকিবে। একটা কথা বলি, আমা অপেক্ষা ভাল পাঠ দিতে পারে, হেন লোক পাকিস্তানে আর কেহ আছে বলিয়া আমি মনে করি না। অবশ্য আপনার কথা স্বতন্ত্র।

আপনার ২৬/৮/৫২ তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন, পদ্মাবতীর সমস্ত কপি না পাইলে কিছু স্থির করা যাইবে না। আগে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন খণ্ড ২ পাঠাইতে। কি আশায় সমস্ত পুথি তৈয়ার করিতে যাইব, শরীর মনের উপর অঘোর পরিশ্রমের পীড়া দিয়া? কোন পুথিই প্রকাশ হইবে, আমি এমন আশা করি না। উচল করিয়া অচলে চড়িনু, পড়িনু আগাধ জলে[৩২] – আমার সেই দশা। সুতরাং কথা কাটাকাটি করিয়া কি লাভ? আমার শরীর মনের যে অবস্থা, তাহাতে আপনাদের এত সব formality পালন করা অসম্ভব। যাক চেষ্টার ত্রুটি করিলাম না। চেষ্টায়াং কৃতে যদি না সিজতি কোহন দোষ। যদি সময় পান, "হোরান জরিপ"[৩৩] সম্বন্ধে কয়েক সরণি কথা লিখিয়া পাঠাইলে সুখী হইব।

১৩৫৮ কার্ত্তিক-পৌষ সংখ্যা বিশ্বভারতী পাইলাম না। মাঘ-চৈত্র দুই দিন আগে পাইয়াছি।

সুকুমার বাবু হইতে আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর আদায় করিতে পারিলেন না? আমি "শনিবারের চিঠী"তে ঐ প্রশ্ন প্রকাশ করিয়াছি।[৩৪] দেখিয়াছেন কি? তাঁহার বহিটি পাই নাই। আমার মত নগন্য লোককে বহি দিলে তাঁহার মান থাকে কই?

আমি কুমিল্লা সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সভাপতি ছিলাম। "ভাষণ" এক কপি পাঠাইলাম। "এমান" এখনও পাই নাই।

আশা ভাঙ্গার ফলে মনের বল নাই। আর কি লিখিব? আমি আছি এক রকম। আপনার আশীর্ব্বাদ চাই। ইতি-

আশীর্ব্বাদ ও প্রীতিকামী
আবদুল করিম

আহমেদ শরীফের অপ্রকাশিত পত্রাবলি

১

8, A.C. Roy Road
Dacca, E. Pakistan
২৩-৭-৫৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার নাম ও খ্যাতি শুনে আসছি, বহুকাল থেকে। কিন্তু আমি অজ্ঞাতনাম। আপনার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই। তাই সসংকোচে আত্মপরিচয় দিচ্ছি।

আপনি মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে জানতেন, আপনার সঙ্গে তার পত্রালাপও ছিল। আমি তাঁর ভাইপো ও উত্তরাধিকারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বছর গবেষণা সহায়ক থেকে সম্প্রতি আমি অধ্যাপক পদ পেয়েছি।[৩৫]

আপনার একখণ্ড ‘পুথিপরিচয়’[৩৬] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ছিল। সম্প্রতি তা আমার হাতেই খোয়া গেছে। তাই আমাকেই তা replace করতে হচ্ছে। পাকিস্তানের বাজারে ওটা পাওয়া যায় না। আপনি যদি পত্রপাঠ দুটো কপি (একটা আমার নিজের জন্যে) পাঠিয়ে দেন, তবে অতিশয় উপকৃত হব। বিনিময়ে আমি আপনাকে (ও দুটোর সমমূল্যের) আমার সম্পাদিত ‘লায়লী-মজনু’[৩৭] ও আলাউলের ‘তোহ্‌ফা’ দিতে পারি, আমাদের বাংলাবিভাগের ‘সাহিত্য পত্রিকা’[৩৯] ১ম ও ২য় সংখ্যা ও দিতে পারি। অথবা আপনি পাকিস্তানের যে-কোন বই চাইবেন, পাঠিয়ে দেব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে মরহুম সাহিত্যবিশারদের ছয়শ মুসলিমপুথির বিবরণ ‘পুথিপরিচিতি’[৪০] নামে প্রকাশিত হচ্ছে। বইটির নাম ‘আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সঙ্কলিত পুথি পরিচিতি’। সম্পাদক আহমদ শরীফ। প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার বই। দাম ১৮/২০ টাকা হবে। আগামী মাসের শেষের দিকে প্রকাশিত করতে পারব বলে আশা রাখি। আপনার আগ্রহ থাকলে জানাবেন, এক কপি পাঠিয়ে দেব। আমি আপনার অনুগ্রহের অপেক্ষায় রইলাম। আশা করি, নিরাশ হতে হবে না।

দয়া করে দু’খণ্ড বই অবিলম্বে পাঠাবেন।
আমার সালাম ও শ্রদ্ধা নেবেন।

জনাব
পঞ্চানন মণ্ডল
শ্রদ্ধাস্পদেষু

শ্রদ্ধাবনত
আহমদ শরীফ
৮,এ,সি, রায় রোড ঢাকা।

২

৮,এ,সি, রায় রোড
ঢাকা
৭-৯-৫৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র ও প্রীতির দান ‘পুথিপরিচয়’ প্রায় মাসাধিক পূর্বে পেয়েছি। কিন্তু নানা ব্যক্তিগত ব্যস্ততা ও বিপর্যয়ের কারণে প্রাপ্তি স্বীকার করে ভদ্রতাটুকুও রক্ষা করতে পারিনি, তজ্জন্য লজ্জিত। আশাকরি আপনার সৌজন্যের সুযোগ পাব, – ক্ষমা পাব।

আমাদের 'পুথিপরিচিতি' সপ্তাহ-খানেকের মধ্যে বের হচ্ছে। আমার 'তোহ্‌ফা' ও 'লায়লী-মজনু' সমেত পুথিপরিচিতি আপনাকে ১০/১২ দিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দিতে পারব বলে আশা রাখি।

আপনার পরামর্শমত 'Research Publication' এর Special officer এর নিকট আপনার নাম করে আজ চিঠি দিচ্ছি। আমার হয়ে আপনিও একটু বলবেন। এবার আমার এক অশোভন কৌতূহল মিটাবার জন্যে আপনাকে অনুরোধ জানাব,– আপনার রচনায় আপনার পাকাপাণ্ডিত্যের ছাপ রয়েছে। সেজন্যে আপনার 'বয়েস' জানাবার[৪১] ভারী কৌতূহল জেগেছে আমার। আমার সালাম ও শ্রদ্ধা নেবেন।

ইতি
শ্রদ্ধাবনত
আহ্‌মদ শরীফ

৩

৮, এ,সি, রায় রোড
ঢাকা-১
২১-১১-৫৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

প্রায় দু'মাস পরে আপনার পত্রের জবাব দিচ্ছি। আমার স্বপক্ষে অজুহাত কিছুই নেই। কাজেই নিজগুণে এ ত্রুটি ক্ষমা করবেন। পুথি-পরিচিতি দুমাস আগেই বের হবার কথা ছিল, কিন্তু বাঁধাই ব্যাপারে দেরী হয়ে গেল। আপনার কাছে পুথি-পরিচিতি ও লায়লী-মজনু পাঠিয়েছি। আমার 'বিদ্যাসুন্দর'[৪২] ও 'তোহ্‌ফা'[৪৩] আমাদের সাহিত্য-পত্রিকা ১ম ২য় সংখ্যায় পাবেন। এর ৩য় সংখ্যায় 'সতীময়না-লোরচন্দ্রাণীর'[৪৪] (শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত) সমালোচনা প্রকাশ হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার অভিমত জানতে বাসনা। পত্রিকাটি প্রবোধ সেন মহাশয়ের কাছে পাবেন। Research Publication অফিসে পুথি-পরিচিতি দু'খণ্ড পাঠিয়েছি। চিঠিও লিখেছি। 'গোর্ক্ষবিজয়'[৪৫] আমার কাছে আছে। তাই ওটির পরিবর্তে 'বাংলা সাহিত্যের কালক্রম'[৪৬] চেয়েছি।

আশা করি, কুশলে আছেন। আমার সালাম ও শ্রদ্ধা নেবেন। আপনার পত্রের প্রতীক্ষায় আছি।

গুণমুগ্ধ
আহমদ শরীফ

সূত্র নির্দেশ

১. 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কমেমোরেশন ভল্যুম', সম্পাদক ড. মুহম্মদ এনামুল হক, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২, ঢাকা

২. 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' (প্রথম খণ্ড), আহমদ শরীফ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ভারতীয় সংস্করণ ২০১১, পৃষ্ঠা ১০৮ (এরপর গ্রন্থটি 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' নামে উল্লিখিত হবে)।

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৯

৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬১

৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪০৩-৪১০

৬. 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪০-১৪৫

৭. 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৭-৫৬১

৮. 'হোরান জরিপ' পুথিটি পঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদিত 'পুঁথি-পরিচয়' দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৫৮) সংকলিত হয়েছে। সাহিত্যবিশারদ মনে করেন 'হোরান জরিপ' কুরআন শরীফের প্রকৃত নাম। এ গ্রন্থ সম্পর্কে পঞ্চানন মণ্ডলের বক্তব্য "হোরান জরিপ' হিন্দুবাড়িতে প্রাপ্ত। ইহার ভাষা পুরাতন নহে। 'হোরান জরিপ' সম্ভবতঃ কোরান শরীফের প্রাকৃত নাম। এই গ্রন্থে সুফী, নাথ ও বৈষ্ণব পরিভাষা প্রয়োগে কোরাণ-সম্মত সৃষ্টিপত্তনাদি বর্ণনা করা হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা ও ঐতিহ্যের আর একটি মূল্যবান নিদর্শন ...।" ('পুঁথি-পরিচয়', দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদক পঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা ১১)

এই পুথির সম্পূর্ণ পরিচয় উক্ত খণ্ডে ৩৯৬-৪১৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। পুথিটি সাহিত্যবিশারদ বিশ্বভারতীকে দান করেন ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে। পুথিটির বিশ্বভারতী পুথিশালায় বাংলা পুথির ক্রমিক সংখ্যা ৬৯৭, পুথির পত্রসংখ্যা ২৪।

৯. পঞ্চানন মণ্ডলের উল্লেখিত পাঁচ খণ্ডের 'পুঁথি-পরিচয়' গ্রন্থের মধ্যে এখানে পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ডের প্রসঙ্গ (বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ) বলা হয়েছে।

১০. 'ক্ষিতিমোহন বাবু' বলতে ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী (১৮৮০-১৯৬০) কথা বলা হয়েছে। তিনি শান্তিনিকেতনের প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। প্রাচীন ভারতে নারী, বাংলার সাধনা, ভারতের সংস্কৃতি, বাংলার বাউল ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা।

১১. 'ইন্‌সাফ' পত্রিকায় আজাদী সংখ্যায় ১৩৫৮ সালে সাহিত্যবিশারদের প্রকাশিত প্রবন্ধের নাম ছিল 'আলাওলের জন্মস্থান ও পিতৃভূমি'।

১২. সাহিত্যবিশারদের স্ত্রীর নাম বদিউন্নিসা। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৩. পোষ্যপুত্রের নাম আহমদ শরীফ। *বিচিত চিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ, মধ্যযুগের গীতিকবিতা* প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

১৪. সাহিত্যবিশারদের একমাত্র কন্যার নাম আলতাফুননিসা (১৯০১-১৯৭৭)।

১৫. ৭৮৬ সংখ্যাটি আরবি অক্ষরে লেখা ছিল। মুদ্রণ যন্ত্রের সুবিধার্থে বাংলা অক্ষরে ৭৮৬ সংখ্যায় লেখা হল।

১৬. সৈয়দ আলাওলের 'সেকান্দর-নামা' গ্রন্থের পঙক্তি। বাক্যটির ব্যবহার এইরূপ –

তবে আমি নিবেদিল হৈল বৃদ্ধকাল
বিশেষ রাজার দায় অধিক জঞ্জাল।
নীরস হইল অঙ্গ না প্রকাশে মতি –
তাহা শুনি মজলিস দয়া হৈল অতি।

১৭. অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল বিশ্বভারতী পুথিশালাকে সমৃদ্ধ করার জন্য নানান প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন পুথি সংগ্রাহক হলেন – অক্ষয়কুমার কয়াল, বিমান মুখার্জী, রামরতন রায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শিবদাস চন্দ্র, রামরঞ্জন মাজী, দুর্গাপ্রসাদ কাহার, কামাখ্যাচরণ ঘোষ, রামগোপাল চন্দ্র, তারকদাস মোহান্ত, পশুপতি রায়, অমলেন্দু মিত্র প্রমুখ। সেই রকম সাহিত্যবিশারদের ব্যক্তিগত পুথিগুলি বিশ্বভারতী পুথিশালায় সংরক্ষণের জন্য পঞ্চানন মণ্ডল আবেদন জানান। শেষপর্যন্ত হয়তো আইনের জটিলতার জন্য তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে আবদুল করিমের সংগৃহীত মুসলমান রচিত পুথিগুলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত করা হয়। এই পুথিগুলির সংক্ষিপ্ত 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সংকলিত/পুথি-পরিচিতি/সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত/ বাংলা পরিচায়িকা/সম্পাদক/আহমদ শরীফ/বাংলা বিভাগ/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'- নামক শীর্ষক গ্রন্থটি ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে সব মিলিয়ে ৫৮৫ টি পুথির পরিচয় আছে। এই গ্রন্থটি পরবর্তী সময়ে ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন অনুবাদ করেন 'A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts' নাম দিয়ে পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি ঢাকা থেকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

আবদুল করিমের সংগৃহীত বাংলা পুথিগুলি বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে আহমদ শরীফ দান করেন।

১৮. আহমদ শরীফের এ প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান অপ্রিয় সত্যকথা উদ্ধার করা হলো –

> জীবনের এই দীর্ঘ-সাধনার ফল-স্বরূপ তাঁর এসব পুথির বিবরণ ও তাঁর সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' প্রকাশিত করবার জন্য প্রায় ত্রিশ বছর ধরে তিনি কত ধনীর দুয়ারে ধন্না দিয়েছেন, আর কত প্রতিষ্ঠানে যে সানুনয় আবেদন জানিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাঁর সেসব আবেদন বারবার ব্যর্থ হয়েছে। ফলে তাঁর জীবনের স্বপ্ন ও সাধ ইহজীবনে অপূর্ণই রয়ে গেল। তিনি হৃদয়ে গভীর বেদনা নিয়ে জগৎ-সংসার থেকে বিদায় নিয়েছেন (আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ- সংকলিত/পুথি-পরিচিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ভূমিকাংশ, পৃষ্ঠা ঈ)।

অবশেষে আবুদুল করিমের মৃত্যুর পর সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য সমিতির পক্ষে মহিউদ্দিন আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১ থেকে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্যবিশারদের সম্পাদিত

'পদ্মাবতী'র খণ্ডিত অংশ প্রকাশিত হয়। বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম থেকে সাহিত্যবিশারদের সম্পাদিত 'পদ্মাবতী'র পাণ্ডুলিপি এক তৃতীয়াংশ মাত্র ফেরৎ পাওয়া যায়। এই অংশটুকুই প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন আহমদ শরীফ।

১৯. আলাওলের পদ্মাবতী, সম্পাদক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রেসিডেন্ট লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫০

সাহিত্যবিশারদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র পদ্মাবতীর সম্পাদনার সম্পর্কে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটির নাম "ডাঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের 'পদ্মাবতী" রচনাটি 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

২০. পঞ্চানন মণ্ডলের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সম্পাদিত গ্রন্থের নাম –

ক) পুথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ।

খ) চিঠিপত্রের সমাজচিত্র দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ।

গ) পুঁথি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ।

ঘ) পুঁথি-পরিচয় তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ।

ঙ) চিঠিপত্রের সমাজচিত্র প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ।

চ) পুঁথি-পরিচয় চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ।

ছ) চিঠিপত্রের সমাজচিত্র প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

জ) পুঁথি-পরিচয় পঞ্চম খণ্ড, বুদ্ধদেব আচার্যের সঙ্গে, বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ।

উক্ত তালিকায় গ্রন্থ প্রকাশের সাল এবং পত্র লেখার সময় দেখলে বোঝা যায়, চিঠিপত্রের সমাজচিত্র দ্বিতীয় খণ্ড ও পুঁথি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ডের কথা এখানে বলা হয়েছে।

২১. ইতোমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যবিশারদের অসংখ্য গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। যথা – পূর্ণিমা, সাহিত্য, সাহিত্য-সংহিতা, বীরভূমি, এডুকেশন গেজেট, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, প্রদীপ, কল্পতরু, অর্চ্চনা, অঙ্কুর, মানসী, শিক্ষা সমাচার, গৃহস্থ, বিজয়া, ভারতবর্ষ, বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়), হিতবাদী, যমুনা, সঙ্কল্প, সুপ্রভাত, মর্ম্মবাণী, শ্রীভূমি, মানসী ও মর্ম্মবাণী, কায়স্থ পত্রিকা, সাহিত্য-সংবাদ, গণশক্তি, কৃষক, প্রবাসী, পরিচয়, শনিবারের চিঠি ইত্যাদি। সুতরাং, কম-বেশি এ সকল পত্রিকার সঙ্গে তাঁর পূর্ব থেকেই পরিচিতি ছিল।

এখানে হয়তো 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র (ত্রৈমাসিক) কথাই বলেছেন। কারণ সাহিত্যবিশারদকে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র প্রথম দিকের কয়েকটি সংখ্যা পঞ্চানন মণ্ডল পাঠিয়েছিলেন – একথা পরবর্তী পত্রে উল্লেখ আছে।

এরপর সাহিত্যবিশারদ হয়তো বিশ্বভারতী পত্রিকার আদর্শকে লক্ষ করে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ পঞ্চানন মণ্ডলকে পাঠান। প্রবন্ধের নাম 'প্রাচীন ভারতে গো-বধ', সাহিত্যবিশারদের হস্তাক্ষরে লিখিত প্রায় বারো পৃষ্ঠার প্রবন্ধ।

প্রবন্ধের শেষে লেখা ছিল – "প্রবন্ধটি ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্-এ, বি-এল্,, ডি-লিট্ লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে সঙ্কলিত।" আর প্রবন্ধের শিরোনামের উপরে লেখা আছে 'বিশ্ব-ভারতী পত্রিকায় পত্রিকায় প্রকাশের জন্য'। সময়টা ছিল ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ। সাহিত্যবিশারদের এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপি অপ্রকাশিত অবস্থায় পঞ্চানন মণ্ডলের বাড়িতে রক্ষিত আছে। আবদুল করিমের উক্ত প্রবন্ধের ভিত্তিতে স্বামী শংকরানন্দ প্রায় চার পৃষ্ঠার হস্তাক্ষরে এর তীব্র সমালোচনা করেন। একথা সাহিত্যবিশারদের ভ্রাতুষ্পুত্র ড. আহমদ শরীফ এবং এনামুল হকেরও অজানা ছিল না। তার প্রমাণস্বরূপ নজরুল গবেষক আজহারউদ্দিন খানের (মেদিনীপুর শহর, ১৯৩০ খ্রি. ১ জানুয়ারি) দুটি মূল্যবান চিঠি এখানে সংকলন করা হল –

১

... হবিবপুর বড় আস্তানা
পো: জেলা: মেদিনীপুর-৭২১১০১
২৫.৯.৮৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার নাম ও লেখার সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। আজ একটি বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে বিরক্ত করছি মার্জনা করবেন।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ওপর বর্তমানে আমি গ্রন্থ রচনা করছি। সাত্যিবিশারদের ভ্রাতুষ্পুত্র ড. আহমদ শরীফ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করছেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবও আমাকে বহু তথ্য দিয়েছেন্ তাঁর সম্পাদনায় Abdul Karim Sahitya Visarad ... Volume এ আপনার একটি প্রবন্ধ দেখেছি। ... প্রবন্ধের শেষে আপনি লিখেছেন "আমার নিকট তাঁর যে প্রীতিস্নিগ্ধ অমূল্য পত্রগুচ্ছ সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে সেগুলি পাঠ করলে তার সাত্ত্বিক হৃদয়ের ... পরিচয় পাওয়া যায়।" আপনার কাছে রক্ষিত পত্রগুলির xerox কপি আমার প্রয়োজন। তা যদি না সম্ভব হয় তাহরে তাঁর চিঠির প্রধান প্রধান অংশগুলির নকল পাঠালে বিশেষ উপকৃত হব।

বইয়ের ভূমিকায় আপনার ... ঋণের কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করব।

আমার কিছু বই রয়েছে – নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ আবদুল ... ওপর বই রয়েছে। আপনি জেনেছেন কিনা জানি না প্রয়োজন মনে করলে জানাবেন, আমি ... পাঠাব।

আপনার পত্রের প্রতীক্ষায় রইলাম। সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন।

ইতি
আজহারউদ্দিন খান

২

... হবিবপুর বড় আস্তানা
পোঃ জেলাঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১
২৫.১০.৮৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ৯.১০.৮৪ তারিখের চিঠি পেয়েছি। কলাভবনের অষ্টম বর্ষের ছাত্র শ্রীমান আশিস দেবনাথ মেদিনীপুর শহরের ছেলে – সে আপনার কাছে যাচ্ছে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের চিঠিগুলির নকল সে করবে। আপনি অনুগ্রহ করে নকল করার অনুমতি দেবেন। সাহিত্যবিশারদের 'প্রাচীন ভারতের গোবধ' প্রবন্ধ? যদি তা হয়ে থাকে তাহলে সেটিরও সে নকল করবে।

আশা করি ভাল আছেন। সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন।

ইতি
আপনাদের
আজহারউদ্দিন খান

শেষপর্যন্ত আজহারউদ্দিন খান আবদুল করিমের পত্রগুলির প্রতিলিপি পাননি।

২২. আমার [আপনার]

২৩. তৃণের থেকেও ছোট

২৪. আলাওল পরিষ্কার বলেন, মাগন ঠাকুর "সিদ্দিক বংশেত জন্ম শেখ জাদা । "সুকুমার সেন এই দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য কীভাবে এড়িয়ে গিয়ে মাগনকে মগ বানিয়ে ফেলেন। সুকুমার সেনের বক্তব্য এইরূপ ছিল, "রোসাঙ্গের রাজবংশ মগ, তাঁহাদের মাতৃভাষা আরাকানী। তবে মনে হয় বাঙ্গালা তাঁহাদের দ্বিতীয় মাতৃভাষার মতো ছিল।" ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, দশম মুদ্রণ, ১৪১৮, পৃষ্ঠা ২৮৭) মগদের ভাষাও কোনো সময় বাংলা ছিল না, বাংলা কাব্যের প্রতি তাদের কোন আসক্তি কোনো সময় দেখা যায় না।

২৫. 'দিলরুবা' পত্রিকায় ভাদ্র ১৩৫৮ এবং অগ্রহায়ণ, মাঘ ১৩৫৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। একথা পূবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২৬. 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল' প্রথম খণ্ড, সম্পাদক সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডল, বর্ধমান সাহিত্য-সভা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

২৭. সৈয়দ আলাওল সম্বন্ধে সাহত্যবিশারদ প্রথম প্রবন্ধ লেখেন 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৬ বঙ্গাব্দে। প্রবন্ধের নাম ছিল 'কবিবর সৈয়দ আলাওল সাহেব'। সৈয়দ আলাওল সম্বন্ধে তাঁর শেষ গবেষণা প্রবন্ধটি ১৩৫৯ সালে 'কোহিনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি হল 'আলাওলের উপদেশ ও বাক্যমৃত'।

এই দীর্ঘ ৫৩ বছর ধরে সাহিত্যবিশারদ সৈয়দ আলাওল সম্পর্কিত নানান তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যথা – আলো, পূর্ণিমা, গৃহস্থ, শিক্ষা সমাচার, জ্যোতিঃ, ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, সাধনা সত্যবার্তা, মাসিক মোহাম্মদী, পার্বণী

চট্টগ্রাম, বুলবুল, মদিনা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সওগাত, ভারতবর্ষ, প্রবাসী ইত্যাদি পত্রিকায়। আলাওল সম্পর্কে তাঁর মোট ৪৮টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

২৮. প্রবাদ বাক্য। যার অর্থ হল– আমার সর্বক্ষেত্রে তুমি (মৈত্রীবন্ধন)।

২৯. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' (১৪০৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ) গ্রন্থ থেকে অনুমান করা যায় পদটি চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলির চরণ। এখানে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল –

(ক) হিয়া দগদগি পরাণ পোড়েনি
মনের আগুনে মলুঁ। (পদ সংখ্যা ২৫)

(খ) হিয়া দগদগি পরাণ পুড়নি
কেন বা এমতি কৈল। (পদ সংখ্যা ৩৯)

(গ) হিয়া দগদগি কি দিয়ে জুড়াব
কেমনে হইব ভাল। (পদ সংখ্যা ১০৬)

৩০. তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম আহমদ শরীফের কথা বলা হয়েছে (দ্র. সূত্র নির্দেশ ১৩ নং)।

৩১. বৈষ্ণব পদসংকলনের গোবিন্দদাসের 'মাথুর' পর্যায়ের পদ।

৩২. আলোচ্য পদটি বৈষ্ণব পদকর্তা জ্ঞানদাসের 'প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ' পর্যায়ের পদ। পদটি হল–

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।

৩৩. 'হোরান জরিপ' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধও সাহিত্যবিশারদ 'মাহে নও' পত্রিকায় লেখেন ভাদ্র ১৩৬০ বঙ্গাব্দে।

৩৪. শ্রাবণ ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে 'শনিবারের চিঠি' তে সাহিত্যবিশারদ সুকুমার সেনের 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থের সমালোচনা করেন। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য'।

সুকুমার সেন 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য' নামে একটি পৃথক ইতিহাস রচনা করেছিলেন (১৩৫৮)। এ গ্রন্থ সম্পর্কে সাহিত্যবিশারদ ভুল তথ্যের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। সমালোচনার যৎসামান্য অংশ এখানে তুলে ধরলাম –

> প্রথমতঃ ইসলাম একটি ধর্মের নাম। যারা ইসলাম ধর্ম মানিয়া চলে, তারা মুসলমান। অতএব 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' হইলেই নামটা সার্থক হইত। 'ইসলামী বাংলা সাহিত্যে'র অর্থ দাঁড়ায় 'ইসলাম-ধর্ম বিষয়ক সাহিত্য'। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান- রচিত সাহিত্যও বাংলা সাহিত্য এবং তাহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবশ্য আলোচ্য বিষয় এবং এর অপরিহার্য অঙ্গ। তজ্জন্য পৃথক নামে গ্রন্থ রচনায় স্বভাবতঃ মনে হয় 'চণ্ডালো শ্বপচানান্তু বর্হিগ্রামাৎ প্রতিশ্রয়' ইত্যাদি নীতিই যেন অনুসৃত হইয়াছে। এতে সুকুমার বাবুর মানোভাবের প্রতি মুসলমানদের অশ্রদ্ধা জন্মাইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। (শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ ১৩৫৯, পৃষ্ঠা ৪৯০)

এছাড়া গ্রন্থের প্রচুর তথ্যাদির ভুল-ভ্রান্তি এবং মুসলমান কয়েকজন কবির আলোচনাও বাদ পড়েছে বলে সাহিত্যবিশারদ আক্ষেপ করেছেন।

৩৫. ১১ আগস্ট ১৯৫২ সালে আহমদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অস্থায়ী লেকচারার পদে উন্নীত হন। কিছুদিন পরেই সাহিত্যবিশারদের জীবনাবসান হয় (১৯৫৩)। আহমদ শরীফ এই শোক কাটিয়ে পুনরায় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী লেকচারার থেকে পুনরায় গবেষণা সহকারী হিসাবে যোগ দেন। আহমদ শরীফ এই অস্থায়ী পদ থেকে স্থায়ী লেকচারার পদে উন্নীত হন ৭ আগস্ট ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে।

৩৬. পঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদিত 'পুঁথি-পরিচয়' (দ্র. সূত্র নির্দেশ ২০ নং)।

৩৭. আহমদ শরীফের সম্পাদনায় দৌলত-উজির বাহ্‌রাম খানের 'লায়লী-মজনু' কাব্যটি বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি আহমদ শরীফের প্রথম গবেষণামূলক কাজ। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রটি নিম্নরূপ :

পিতৃব্য

মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ-স্মরণে –

আপনার স্নেহে-যত্নেই আমার এ দেহ-মন পুষ্ট। আপনার সাধনার-সুন্দর-জীবন থেকে প্রেরণা পাওয়ার ফলেই আপনার সংগৃহীত উপাদানে আমার জীবনের প্রথম কৃতি প্রকাশিত হল। জহুরী আপনি, কালের কবল থেকে এ রত্ন আপনিই উদ্ধার করেছিলেন। 'গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা' বলে হিন্দুদের মধ্যে একটি কথা আছে। আমার এ কৃতি নিয়ে আপনাকে স্মরণ করাও অবিকল তা-ই।

আমার প্রথম কর্ম-ফলটি আপনার হাতে দেয়া গেল না – এ দুঃখ আমার আমরণ থাকবে। তবু আপনার পুণ্যনাম বক্ষে ধারণা করে বইটি ধন্য হল, – এ-ই আমার সান্ত্বনা।

শরীফ

উল্লেখ্য, এটি বাংলা একাডেমির প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

৩৮. আলাওল রচিত 'তোহ্‌ফা' সম্পাদিত কাব্যের প্রকাশ (বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ। গ্রন্থের সম্পাদক আহমদ শরীফ।

৩৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উল্লেখযোগ্য চতুর্মাসিক পত্রিকার নাম 'সাহিত্য পত্রিকা'। বর্তমানে এই পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক (২০১৭) অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ, সহযোগী সম্পাদক অধ্যাপক গিয়াস শামীম।

৪০. পুথি-পরিচিতি (দ্র. সূত্র নির্দেশ ১৭ নং)।

৪১. জানাবার [জানবার]

৪২. শ্রীধর কবিরাজ বিরচিত বিদ্যাসুন্দর পুথির সম্পাদিত পাঠের প্রকাশ, আহমদ শরীফ, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।

৪৩. 'তোহফা' আহমদ শরীফ সম্পাদিত, সাহিত্য পত্রিকা, ১ বর্ষ, শীত সংখ্যা, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।

৪৪. 'সাহিত্যপ্রকাশিকা' প্রথম খণ্ড, প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা।

বিশ্বভারতী পুথিশালা সংগ্রহে যে সব পুথি আছে সেগুলোর সম্পাদিত পাঠ ও সে সম্বন্ধে আলোচনা ক্রমশ 'সাহিত্যপ্রকাশিকা' গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত কবি দৌলত কাজীর 'সতীময়না লোর-চন্দ্রাণী' এবং সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বাংলার নাথসাহিত্য' এই খণ্ডে (১ খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছে। আর এই খণ্ডের সমালোচনা করেন আহমদ শরীফ, যা সাহিত্য পত্রিকার প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৪৫. পঞ্চানন মণ্ডলের দুষ্প্রাপ্য পুথির সম্পাদনা 'গোর্ক্ষবিজয়', বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

৪৬. উল্লেখিত 'বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' গ্রন্থের উল্লেখ আছে। এটি আহমদ শরীফের ভ্রান্তি বলা যায়। কারণ গ্রন্থের নাম ছিল 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম'; রচয়িতা অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় (১৯৬০)।

[illegible]

[illegible], [illegible], [illegible]।
২/১১/৫৮ ইং

প্রিয় সম্পাদকেষু,

[illegible] তারিখের পত্রখানি [illegible] তারিখে পাইয়াছিলাম। উহার উত্তর দিতে এত দেরী হইয়া গেল। [illegible] হইয়াছিল। [illegible] কিছু দিন অসুস্থ ছিলাম। [illegible] সময় দিতে পারি নাই। [illegible]। "[illegible] প্রকাশের [illegible]"। [illegible] করি নাই। সেই অপরাধ মার্জনা করিবেন।

[illegible] দিতে পারি নাই, [illegible]। [illegible]।

'[illegible]' প্রকাশের জন্য বহু দিন চেষ্টা করিতেছি। আমি নিজে [illegible]। [illegible] হয় নাই। [illegible] করিয়াছি। [illegible] কিন্তু [illegible] না। [illegible] আমার জীবন [illegible] যাইতেছে। জীবন [illegible] দিন দিন [illegible] যাইতেছে। [illegible] কে জানে? [illegible]? [illegible] দেখিতেছি, [illegible] হইবে, [illegible] হয় না। যদি আমারই চেষ্টা [illegible] প্রকাশের [illegible], [illegible] প্রকাশ হইবে [illegible]। [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, [illegible]

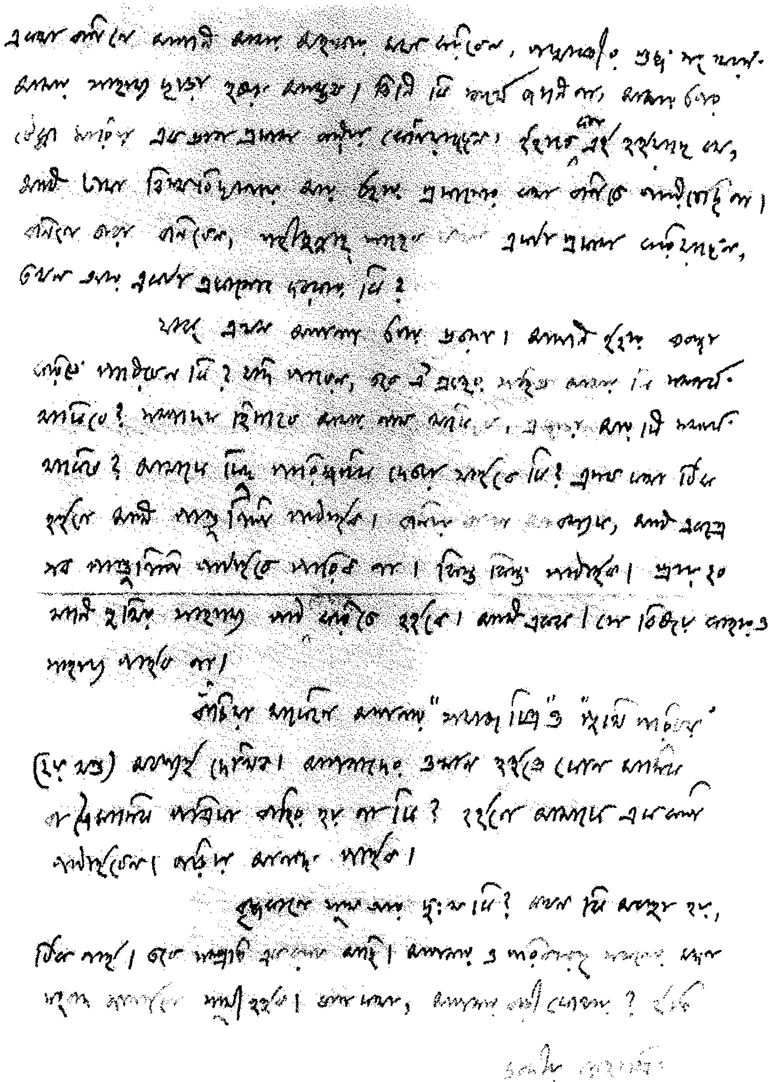

আবদুল করিমের ৩ নং চিঠির নমুনা